সংবাদ

তারিখ 18 APR 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের সাফল্য চাই

শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করেছে। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে। গত রোববার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়গুলোর আলোকে কমিশনের কর্মপদ্ধতিও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কমিশনের মেয়াদ ৬ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৬ মাসের মধ্যে কমিশনকে সুপারিশমালাগুলো দিতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের প্রায় হতদরিদ্র বাবা-মার সন্তানরাই পড়ছে এই কওমি মাদ্রাসাগুলোতে। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষাই মূলত দেয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি জীবন-জীবিকা উপযোগী আধুনিক কোন শিক্ষাই তাদের দেয়া হচ্ছে না। ফলে দারিদ্র্যের কারণে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দারুণভাবে বৈষম্যের শিকার। পরবর্তী জীবনে কর্মক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তারা কোন যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে না। এই বাস্তবতায় দারিদ্র্য হয় তাদের চিরসাথী। সুতরাং কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দরকার মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার প্রধান স্রোতধারার সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেয়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিশন এই দায়িত্বটিই পালন করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে যা যা করা দরকার কমিশন তার প্রস্তাব করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন এ দুয়ের সমন্বয়। কোনটাই একক নয় বা একপেষে নয়। এ কারণেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে গঠিত কমিশনে সাধারণ শিক্ষার প্রতিনিধি থাকাটা বাঞ্ছনীয় ছিল। সেটা হয়নি। এ ক্ষেত্রে কমিশন তার দায়িত্বে কতদূর অগ্রসর হতে পারবে এই সন্দেহটা থেকেই যায়।

দীর্ঘদিন থেকেই সুশীল সমাজ কওমি শিক্ষার্থীদের স্বকীয়তা বজায় রেখেই বিজ্ঞান মনস্ক সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার প্রয়োজন অনুভব করে আসছিলেন। কারণ দারিদ্র্য শুধু আর্থিক দারিদ্র্যই নয়। জীবনের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও দারিদ্র্য পশ্চাৎপদতা ডেকে আনে। বাস্তব বোধে উদ্বুদ্ধ জীবনের চাহিদাগুলোকে অস্বীকার করার মধ্যদিয়ে মৌলবাদের উত্থান ঘটে। এই বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয় অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা। তার প্রকাশ ঘটে তখন সন্ত্রাসে। কোন শিক্ষাই যেন সন্ত্রাসকে, অসহিষ্ণুতাকে উসকে না দেয় সেটা অবশ্যই সরকারকে দেখতে হবে। এ লক্ষ্যেই দেশের আগামী প্রজন্মকে গড়ে উঠতে হবে। দারিদ্র্যের কারণে সুযোগের অভাবে আগামী প্রজন্মের কোন অংশ যোগ্যতাহীন হয়ে অধিকার বঞ্চিত থাকুক সেটা শুধু গণতন্ত্রের জন্যই ক্ষতিকর নয়, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষারও অন্তরায়। সেই লক্ষ্যেই 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন'কে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। যে কর্মপরিধি নির্ধারণ করা দেয়া হয়েছে 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' যুগের চাহিদায় সেই কর্মপরিধি অনুযায়ী তাদের সুপারিশ প্রণয়নে সাফল্য অর্জন করবে– এটাই তাদের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা।